Sanatan Dharma

শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করলে কী হবে পরিণতি?

শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করলে কী হবে পরিণতি?

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখন কী করতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে প্রাচীন সনাতন শাস্ত্রে। কিন্তু শাস্ত্রের কথা বর্তমান কালে অনেকেই মানেন না। শাস্ত্রের নির্দেশ না মানলে সেই ব্যক্তির ভবিষ্যতে কী পরিণতি হতে পারে সেই বিষয়ে শাস্ত্রে কী বলা আছে দেখা যাক .....!!!!???

বর্তমানে হিন্দু ধর্মে এমন বহু প্রথার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা শাস্ত্র সম্মত নয়। কলিযুগে ইচ্ছামতো তীর্থ, যজ্ঞ, পুজো, উৎসব ইত্যাদির প্রচলন দেখা যাচ্ছে। ষোল সংস্কারের বৈদিক রীতি ত্যাগ করে অন্যান্য রীতিনীতিতে কর্ম করতে শুরু করেছেন অনেক মানুষই। এমনকি ঈশ্বর, দেবী-দেবতার পরিবর্তে কোন সাধারণ বা রাজনৈতিক ব্যাক্তি, অভিনয় বা অভিনেতার অভিনেত্রী ব্যক্তি, পূর্বপুরুষ, ভূত-প্রেত -পিশাচ,উপদেবতা অথবা তথাকথিত কথাবাচক বা বেশভূষণধারী সাধু ইত্যাদির পুজোয় লিপ্ত হয়েছেন বহু ব্যক্তি। এমন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কেও প্রাচীন সনাতন শাস্ত্রে গীতাতেও উল্লেখ আছে যে:---

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।

অর্থাৎ, যে পুরুষ শাস্ত্রের বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করে, তাঁরা না তো সিদ্ধি লাভ করে, না পরমগতি এবং না সুখ লাভ করতে পারে।

ভূতান্প্রেত গণান্শ্চাদি যজন্তি তামসা জনা।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেন ভারতঃ।।

অর্থাৎ, তামসিক ব্যক্তিরা ভূত, প্রেতের উপাসনা করেন। হে ভারত, তুমি নানান ভাবে ঈশ্বরের শরণে যাও। ...যাঁরা সাংসারিক ইচ্ছার অধীন তাঁরা ঈশ্বর অতিরিক্ত নিজের জন্য মিথ্যে উপাস্য নির্মিত করেছেন ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্পিতৃন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মধ্যাজিনোপি মাম্।।

অর্থাৎ, যাঁরা দেবতাদের পুজো করেন তাঁরা দেবতা লাভ করবেন, পূর্বপুরুষকে পুজো করলে, সেই ব্যক্তি পূর্বপুরুষের কাছে পৌঁছবে, ভূতকে পুজো করলে ভূতের কাছে যাবেন, পরমেশ্বর এর পুজো করলে,

ভক্তগণ পরমেশ্বর এর কাছেই আসেন। তাই পরমেশ্বর এর ভক্তদের পুনর্জন্ম হয় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।
অর্থাৎ, এতে তোমার জন্য কর্তব্য ও অকর্তব্যের ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ। এটা জেনে তুমি শাস্ত্র বিধি দ্বারা নিযুক্ত কর্ম করারই যোগ্য।

শাস্ত্রে কিছু কিছু কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই কাজগুলি করলে কমবয়সে বার্ধক্য, অল্পায়ুর শিকার হতে পারেন ব্যক্তি। কোন কোন কাজ করবেন না জানুন:------

গীতায় কৃষ্ণকে অর্জুনকে সৎগুণ, রজ গুণ ও তমো গুণ সম্পর্কে জানিয়ে ছিলেন। সৎগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা সাত্বিক। ঈশ্বরের স্মরণে ও চরণে থাকা সাত্বিক কর্ম। এঁরা সাত্বিক ভোজন গ্রহণ করে থাকেন। তাই যে ব্যক্তিরা সৎগুণ পালন করেন, তাঁদের আয়ু দীর্ঘ হয়। কৃষ্ণ এ-ও জানিয়ে ছিলেন যে কলিযুগের অধিকাংশ লোকেরা তমোগুণের অধিকারী হবেন। এঁরা না-তো ঈশ্বরে বিশ্বা করেন, না ধর্ম অনুযায়ী কোনও কাজ করে থাকেন। অজ্ঞানতাবশত এই যুগের মানুষ তমোগুণের আশ্রয়ে থাকতে শুরু করেন। তাই এঁরা ঈশ্বরের নিন্দা করেন। এ ছাড়াও তাঁরা তামসিক ভোজন করেন, যে কারণে তাঁদের আয়ু ক্রমশ কমতে থাকে। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করেন যে ব্যক্তি তাঁরা কম বয়সেই বুড়ো হয়ে যান। কোন কোন কর্মকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনে করা হচ্ছে, যা করলে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে? তা জানানো হল এখানে।

1. শাস্ত্র মতে যে ব্যক্তি দিনের বেলায় অথবা সন্ধ্যার সময়ে ভোজন করে বা ঘুমায়, তাঁদের আয়ু কমে আসে। এমন ব্যক্তি শীঘ্র বৃদ্ধ হয়ে পড়েন। শাস্ত্রে সন্ধ্যাবেলা ঘুমানো বা খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। জৈন ধর্মে সূর্যাস্তের পর ভোজন করা বর্জিত। তাই শাস্ত্রের পরামর্শ মেনে দীর্ঘায়ু লাভ ও যৌবন ধরে রাখার জন্য সন্ধ্যাবেলা ঘুমাবেন না বা খাবার খাবেন না।

2. কোনও দরিদ্র, কৃপণ ও নির্ধন ব্যক্তির নামে উপহাস করলে, এই অভ্যাস এখনই ত্যাগ করুন। শাস্ত্রে দরিদ্র, নির্ধন ও দিব্যাঙ্গদের পরিহাস করা বারণ। এমন করলে ব্যক্তির পূর্বজন্মের পুণ্য ফল কমতে শুরু করে। এ ছাড়াও ব্যক্তির আয়ু কম হয়। পাশাপাশি সুখের অভাব দেখা দেয়।

3. শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, কারও প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতে নেই। আবার পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারও প্রতি কঠোর বা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কারণ এর ফলে ব্যক্তি মানসিক কষ্ট পায়। আবার যাঁরা এমন কাজ করছেন, তাঁরা দুঃখ-কষ্টে জীবন কাটান। যে কারণে আয়ু কমে আসে।

4. শাস্ত্র মতে যে ব্যক্তি ঈশ্বর মানেন না এবং পরমেশ্বরের নিন্দা করেন, শাস্ত্রের

অবহেলা করেন, তাঁরা পাপকর্মের অংশীদার হন। যা তাঁদের শীঘ্র বৃদ্ধ করে দিতে পারে।

5. শুভতিথি বা দেবতিথিতে ব্রহ্মচর্য পালনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে। তাঁদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, অর্থ ও বৈভবের আগমন হয়। তবে যাঁরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করেন, তাঁদের আয়ু কমে আসে, শীঘ্র বুড়ো হয়ে যান তাঁরা।

শাস্ত্র অনুযায়ী কিছু কাজ রাতের বেলা করা একেবারে নিয়ম বিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ। এই সব কাজ যদি রাতের বেলা করা হয়, তা হলে জীবনে বিপদ আসতে সময় লাগে না। প্রাচীন শাস্ত্র মতে, দিন ও রাতের জন্য আলাদা আলাদা কাজের কথা বলা হয়েছে। এমনকি কোন সময়ে কোন কাজ করতে হবে তাও নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এই সকল শাস্ত্রে।শাস্ত্র অনুসারে বিশেষ কিছু কাজ রাতের বেলা এড়িয়ে চলাই ভাল। যদি রাতে এই সব কাজ করা হয়, তা হলে অমঙ্গল সাধন হতে পারে। জেনে নেওয়া যাক, কোন কাজগুলো রাতের বেলা করা মোটেই উচিত নয়।

1. রাতের বেলা সে রকম স্থানে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে একাধিক রাস্তার মিলনস্থল। এই রকম রাস্তায় রাতের বেলা অনেক অশুভ শক্তি ঘোরাফেরা করে, যা সাধারণ মানুষের ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
2. অকারণে রাতের বেলা শ্মশান ভ্রমণ করা একেবারেই অনুচিত। কারণ রাতের বেলা এই সব স্থানে অশুভ আত্মা ঘুরে বেড়ায়। যার ফলে সাধারণ মানুষের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে।
3. রাতের বেলা মহিলাদের চুল খুলে ঘুমোতে নেই। বলা হয়, রাতের বেলা খোলা চুলের প্রতি অশুভ শক্তি আকর্ষিত হয় বেশি। তাই রাতে চুল অবশ্যই বেঁধে ঘুমোতে হয়।
4. রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার সময় পারফিউম জাতীয় কিছু ব্যবহার করতে নেই। অনেকেই আছেন, যাঁরা রাতে পারফিউম ব্যবহার করে থাকেন। শাস্ত্র অনুসারে রাতের বেলা যে কোনও সুগন্ধী অশুভ শক্তিকে আকর্ষণ করে।
5. রাতে ঘর একেবারে অন্ধকার করে ঘুমোতে নেই। খুব ছোট্ট হলেও একটা আলো জ্বেলে রাতে ঘুমোতে হয়।